ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 45 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২০১ ● কলকাতা ● ০৮ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ২৫ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি হবেন বিজেপি থেকেই

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একদিকে যখন উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে জগদীপ ধনকড়ের আচমকা ইস্তফা দেওয়া নিয়ে বিতর্ক চলছে, তার মধ্যেই নতুন উপরাষ্ট্রপতি নিয়ে অঙ্ক কষা শুরু করেছে বিজেপি। প্রাথমিকভাবে শোনা যাচ্ছিল, এবার উপরাষ্ট্রপতি পদে এনডিএ শরিক দলগুলির কোনও বর্ষীয়ান নেতাকে বসানো হতে পারে।দেশের সংবিধান অনুযায়ী, উপরাষ্ট্রপতি পদ ফাঁকা রাখা যায় না। ওই পদ শূন্য হলে দ্রুত নির্বাচন করাতে হয়। সেই মতো প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ২৩ জুলাই, বুধবার এই বিষয়ে বিজ্ঞাপ্তি জারি হয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এরপর নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে। নির্বাচনের কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বর্তমানে 'ইলেক্টোরাল কলেজ' তৈরির কাজ চলছে। (লোকসভা এবং রাজ্যসভার নির্বাচিত এবং মনোনীত সাংসদদের নিয়েই ইলেক্টোরাল কলেজ গঠিত হয়।) এখনও পর্যন্ত রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার চূড়ান্ত হয়নি। এই বিষয়েও

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 10

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

সময় ছিল ঊষাকাল। এক ছোট ঝর্ণার মত নদী ছিল। পাহাড়ী হওয়ার জন্য নদী বেশী গভীর ছিল না। পাহাড়ী এলাকাতে প্রায়ই এইরকম নদী দেখা যায়। প্রবাহমান জল তাই একদম স্বচ্ছ ছিল। নদীর এক কিনারায় আমি বসেছিলাম আর সামনের অন্য কিনারায় শ্রী ব্রহ্মানন্দ স্বামী বসেছিলেন। আগের তিন দিনের পদযাত্রার কারণে আমি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। পা'ও খুব ব্যথা করছিল। পায়ের জুতোর তলা সামনের দিকে ডান দিকে খুলে গিয়েছিল। ডান পায়ের পাশের উঠে থাকা হাড়ের জন্য আমার প্রায়ই এরকমই হয়ে থাকে, কিন্তু এবার যাত্রার শুরুতেই হয়ে গেল। যার জন্য বাকী যাত্রার সময় কি হবে, এই চিন্তা ছিল। এতখানি চলার অভ্যাস ছিল না। সেইজন্য হাঁটুও ব্যথা করছিল। এই তিনদিনেই এই অবস্থা হয়ে গেল তো আগে কি হবে, এই চিন্তা আমাকে হয়রান করছিল। উনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, তা জানা ছিল না। কোথায় যেতে হবে, জানা ছিল না। কতদিন এরকম চলতে হবে, জানা ছিল না। কেন যাচ্ছি, জানা ছিল না

মমতার নয়া প্রকল্পে অংশগ্রহণ পঞ্চায়েত প্রধান-বিধায়কদের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে একেবারে প্রান্তিক স্তরে জনসংযোগ বাড়াতে এবং আরও বেশি করে নাগরিক পরিষেবা প্রদান করার উদ্দেশে এর মধ্যেই নতুন সরকারি কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার নবান্নে বসে তিনি 'আমার পাড়া, আমার সমাধান' নামে একটি প্রকল্পের কথা জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার এই প্রকল্প ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে ছিলেন, গোটা কাজ দেখভালের জন্য মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে টাস্ক ফোর্স গড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনিই জেলায় জেলায় আলাদা টাস্ক ফোর্স গড়ে দেবেন। তাঁর এই তদারকিতে প্রত্যেক জেলায় প্রশাসনিক কাজের গতি হবে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা শীর্ষ সরকারি আধিকারিকদের। আসলে ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে কোনও কাজ অসমাপ্ত রাখতে চাইছে না শাসক শিবির। বিশেষত নাগরিক পরিষেবার কাজ। যার উপর ভিত্তি করে বারবার ভোটযুদ্ধে নিজেদের ঝুলি ভরিয়েছে তৃণমূল। চতুর্থবারও তৃণমূল সরকার গঠনের লক্ষ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে বড় শক্তি হতে চলেছে এই কর্মযজ্ঞ।বুথ স্তরে কাজ হবে এই কর্মসূচির মাধ্যমে। আগামী ২ আগস্ট থেকে বাংলার ৮০ হাজার বুথে শুরু হওয়া ক্যাম্পে মূলত সরকারি আধিকারিকরা থাকবেন। তাঁরাই গ্রাম বা পাড়ার বাসিন্দাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার নির্দেশ পেয়েছেন। কিন্তু তাঁরাই শুধু নন। ওইসব ক্যাম্পে নিয়মিত হাজির থাকতে হবে পঞ্চায়েত থেকে বিধানসভার জনপ্রতিনিধিদেরও। বুধবার নবান্ন থেকে সমস্ত জেলাশাসকদের সঙ্গে ভারচুয়াল বৈঠকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

ঠিক কীভাবে কাজ হবে 'আমার পাড়া, আমার সমাধান' প্রকল্পে? সেসব বিশদে আলোচনা করতেই বুধবারের ভারচুয়াল বৈঠক ছিল। সেখানে জোর দেওয়া হয়েছে এলাকার সমস্যা সমাধান ও ছোট ছোট স্তরে উন্নয়নের কাজে। এসব ক্যাম্পে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ চাইছে নবান্ন। পঞ্চায়েত সদস্য, সমিতির সভাপতি, জেলা সভাধিপতি, বিডিও, পঞ্চায়েত দপ্তরের আধিকারিক থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত প্রধান, বিধায়করাদেরও উপস্থিত থেকে কাজ দেখভাল করতে হবে। সেই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজের তালিকা তৈরি করে গুরুত্ব অনুযায়ী অগ্রাধিকার দিতে হবে।

দুর্নীতিতে সঙ্গ দিতে চাপ সিনিয়রদের! অসমে 'আত্মঘাতী' তরুণী ইঞ্জিনিয়ার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কর্মস্থলে দুর্নীতিতে সঙ্গ দিতে ক্রমাগত চাপ! দুই সহকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে অসমে আত্মঘাতী এক তরুণী ইঞ্জিনিয়ার। মঙ্গলবার বিকেলে ভাড়া বাড়ির ঘর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁর দেহের পাশেই মিলেছে সুইসাইড নোটও।জ্যোতিশার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। ইতিমধ্যেই দীনেশ মেধি শর্মা নামে এক ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এছাড়াও পুলিশের জালে ধরা পড়েছে আমিনুল ইসলাম নামে

এরপর ৩ পাতায়

২৬ সালের ভোটের পর উপমুখ্যমন্ত্রী কে হবেন? বড় ইঙ্গিত দিলীপের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের নতুন দল ঘোষণা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা। সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি বলেছেন, হুমায়ুন কবীরকে কেউ ধরে রাখতে পারেনি। রাজ্যে যত দল আছে, সব দল করা হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি তাঁর কটাক্ষ, রাজ্যের যা অবস্থা, আগামী নির্বাচনের পর যদি কোনও মুসলিম উপমুখ্যমন্ত্রী হন, তাহলে অবাক হওয়ার থাকবে না।তাঁর আরও মন্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় বাংলাদেশ হতে চলেছে। বামপন্থীরা সেই রাস্তা তৈরি করেছিল, তৃণমূল সেই রাস্তায় হেঁটে রাস্তাকে প্রশস্ত করছে। দেশভাগের আগে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, এখন সেই অবস্থাই তৈরি হতে চলেছে। এই ঘটনার জেরে ভোট ভাগাভাগিতে বিজেপির কী সুবিধা হতে পারে, প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, বিজেপি ভোট ভাগাভাগিতে বিশ্বাস করে না। সবার বিকাশে বিশ্বাসী। তাঁকে নিয়ে মাঝে জল্পনা ছড়িয়েছিল, ফুল বদল করতে পারেন তিনি। কিন্তু নিজেই সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি। বিজেপিতেই রয়েছেন, কর্মীদের সঙ্গে কাজ করবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।আগামী বছরে রয়েছে বিধানসভা নির্বাচন। এই প্রসঙ্গে ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বলেছিলেন, নতুন দল গড়ে অন্তত ৫০টি আসনে প্রার্থী দিতে চান। এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, হুমায়ুন কবীর একসময় কংগ্রেসে ছিলেন। বিজেপির টিকিটেও লড়াই করেছেন। তাঁর বলা একাধিক মন্তব্য তৃণমূলের। নতুন যে দল গঠন করার কথা হচ্ছে, তাতে সংখ্যালঘুদের নতুন দল হবে। তাঁরা নিজেদের জন্য উপমুখ্যমন্ত্রীর দাবি জানাবে। পাশাপাশি পরের বার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চেয়ে সমর্থন জানানোর কথা বলা হবে। রাজ্যের পরিস্থিতি সেই দিকেই এগোচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবটা জানেন।

(১ম পাতার পর)

পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি হবেন বিজেপি থেকেই

কাজ চলছে। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য অতীতের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তথ্যাবলী খতিয়ে দেখছে কমিশন। কিন্তু বিজেপি সূত্র সে সম্ভাবনা খারিজ করে দিচ্ছে। সূত্রের দাবি, উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে এমন কাউকে বাছা হবে যিনি বিজেপির মূল ভাবধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

জোট রাজনীতিতে শরিকদের খুশি করার জন্য ওই পদটি কোনও শরিক দলকে উপহার দিতে পারে বিজেপি। রাজধানীর অলিন্দে দু'দিন ধরেই এ নিয়ে জল্পনা চলছে। শোনা যাচ্ছিল, বর্তমান রাজ্যসভার ডেপুটি স্পিকার হরিবংশ নারায়ণ সিংকেই উপরাষ্ট্রপতি করা হতে পারে। কোনও কোনও মহল থেকে ভাসানো হচ্ছিল নীতীশ কুমারের নামও। আবার বর্ষীয়ান জেডিইউ নেতা রাম নাথ ঠাকুরের নামও ভেসে আসছিল কোনও কোনও মহল থেকে। সবটাই বিহার ভোটের অঙ্ক মাথায় রেখে।

কিন্তু গেরুয়া শিবির সূত্র বলছে, কোনও শরিকদলের জন্য উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ ছাড়তে রাজি নয় বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। কারণ, সংসদীয় রাজনীতিতে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান পদটির গুরুত্ব অপরিসীম। ওই পদে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ এবং বিজেপির মূল ভাবধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনও নেতাকেই বসানো হতে পারে। বিজেপি সেই নেতা বাছতে পারে বিহার বা দক্ষিণ ভারত থেকে। তবে তিনি যে কোনও শরিকদলের সদস্য হবেন না, সেটা স্পষ্ট। এখন দেখার উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে কাকে বাছে গেরুয়া শিবির।

(২ পাতার পর)

দুর্নীতিতে সঙ্গ দিতে চাপ সিনিয়রদের! অসমে 'আত্মঘাতী' তরুণী ইঞ্জিনিয়র

এক আধিকারিক। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সংশ্লিষ্ট ধারায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।বয়স ৩০ বছর। তিনি অসমের পূর্ত দপ্তরের একজন ইঞ্জিনিয়র ছিলেন। তাঁর বাড়ি গুয়াহাটিতে হলেও কর্মসূত্রে জ্যোতিশা বনগাইগাঁওতে বসবাস করতেন। সুইসাইড নোটে তিনি লিখেছেন, 'কর্মস্থলে মানসিক চাপের কারণে আমি এই পদক্ষেপ করতে বাধ্য হচ্ছি। অফিসে আমাকে পথ দেখানোর কেউ নেই। আমি ক্লান্ত, কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। আমার বাবা-মা আমার জন্য চিন্তিত।' পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, দুর্নীতিতে সঙ্গ দিতে এবং একটি 'ভুয়ো বিল' পাশ করানোর জন্য অফিসের দুই সহকর্মী তাঁকে ক্রমাগত চাপ দিচ্ছিলেন।

ভাঙড়'এ নেমে পড়লেন হুমায়ুন কবির?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তৃণমূল কর্মী খুনে গ্রেফতার দলেরই নেতা। বুধবার রাতে মুর্শিদাবাদের ভরতপুরে কুপিয়ে খুন করা হয় তৃণমূল কর্মী ষষ্ঠী ঘোষকে। সেই ঘটনায় মিহির ঘোষ নামে এক তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আর এই খুনের ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, তবে কি ভরতপুরকে ভাঙড় করার কাজ শুরু করে দিলেন স্থানীয় বিধায়ক হুমায়ুন কবির?এই ঘটনায় ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির বলেন, এটা ওদের পারিবারিক বিবাদ। এর মধ্যে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। ষষ্ঠী ঘোষকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। পুলিশ দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।

দিন কয়েক আগেই জেলা তৃণমূল নেতৃত্বকে হুমকি দিয়ে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে ভরতপুরের দলীয় বিধায়ক হুমায়ুন কবির বলেছিলেন, 'ভরতপুরকে ভাঙড় বানিয়ে দেব। আর সেটা কান্দি দিয়ে শুরু করব'। এই খুনে প্রশ্ন উঠছে, তবে

এরপর ৫ পাতায়

বাংলা মেগা সিরিয়ালের অধঃপতন নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলার বিনোদনমূলক টিভি চ্যানেলে মেগা সিরিয়ালে ষড়যন্ত্র আর কূটকাচালি গুরুত্ব পাওয়ায় উষ্মাপ্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ বৃহস্পতিবার (২৪ জুলাই) ধনধান্য অডিটোরিয়ামে মহানায়ক উত্তম কুমারের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানেই বাংলা মেগা সিরিয়ালের অধঃপতন নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন বাংলা চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের জন্য মহানায়ক শ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়েছেন চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ। এছাড়াও মহানায়ক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন টলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় রূপসজ্জা শিল্পী সোমনাথ কুণ্ডু, সঙ্গীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তী ও রূপঙ্কর বাগচী, অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরী, প্রোডাকশন ডিজাইনার আনন্দ।কার্যত খানিকটা ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন 'এখন দেখি সিরিয়ালগুলো এ ওকে বিষ দিচ্ছে, ও ওকে বিষ দিচ্ছে। আর একটা পরিবারে তিনজন ঝগড়া করছে। আজেবাজে জিনিসগুলো শেখাচ্ছে। এতে কিন্তু সমাজে বাচ্চারা ভুল করেছে। অনেকে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে।' মুখ্যমন্ত্রী যখন ওই ক্ষোভ উগরে দিচ্ছিলেন তখন হাজির ছিলেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। যিনি প্রচুর মেগা সিরিয়ালের কাহিনিকার ও প্রযোজকও বটে। মমতার কথা

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা

জলসম্পদ, নদী উন্নয়ন এবং গঙ্গা পুনরুজ্জীবন দফতরের প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা (পিএমকেএসওয়াই)-র সূচনা হয়েছিল ২০১৫-২০১৬-য়। এর লক্ষ্য, কৃষি জমিতে জলের সরবরাহ বৃদ্ধি, নিশ্চিত সেচ ব্যবস্থা সহ চাষযোগ্য জমির বৃদ্ধি, কৃষিতে জলের কার্যকরী ব্যবহারের উন্নতি, সুস্থায়ী জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন ইত্যাদি।

পিএমকেএসওয়াই একটি ছাতার মতো কর্মসূচি যার দুটি প্রধান উপাদান অ্যাক্সিলারেটেড ইরিগেশন বেনিফিটস প্রোগাম (এআইবিপি) এবং হর ক্ষেত কো পানি (এইচকেকেপি)। এইচকেকেপির আবার চারটি উপভাগ :

কমান্ড এরিয়া ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিএডি-ডব্লুএম), সারফেস মাইনর ইরিগেশন (এসএমআই) জলাভূমির রিপেয়ার, রিনোভেশন অ্যান্ড রেসটোরেশন (আরআরআর) এবং গ্রাউন্ড ওয়াটার (জিডব্লু) উন্নয়ন। সিএডি-ডব্লুএম এআইবিপি-র সঙ্গেই সমানভাবে রূপায়িত হচ্ছে।

২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত পিএমকেএসওয়াই-এর রূপায়ণ ভারত সরকার অনুমোদন করে ২০২১-এর ডিসেম্বরে। তবে, পিএমকেএসওয়াই-এইচকেকেপি-র অধীনে জি-ডব্লু উপাদানটির অনুমোদন আংশিকভাবে দেওয়া হয় ২০২১-২২ পর্যন্ত নির্দিষ্ট দায়ের জন্য যা পরবর্তীকালে প্রসারিত করা হয়েছে চলতি কাজ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত।

এছাড়া পিএমকেএসওয়াই-এর দুটি উপাদান রূপায়ণ করেছে অন্য মন্ত্রক। ওয়াটারশেড ডেভলপমেন্ট কম্পোনেন্ট (ডব্লুডিসি) রূপায়ণ করছে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের ভূ-সম্পদ দফতর। পার ড্রপ মোর ক্রপ (পিডিএমসি) উপাদানটি রূপায়ণ করছে কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ দফতর। এটি ২০১৫-র সূচনা থেকে পিএমকেএসওয়াই-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল ২০২১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত তারপরে রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার অঙ্গ হিসেবে কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ দফতর এটি রূপায়ণ করছে।

সেচ প্রকল্পের যথাযথ রূপায়ণে প্রধান বাধা জমি অধিগ্রহণ। মাটির তলায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে ৫৫,২৯০ কিলোমিটারের বণ্টন নেটওয়ার্ক গড়ে ৭৬,৫৯৪ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ এড়ানো গেছে। এসসিএডিএ ভিত্তিক জলবন্টন এবং ক্ষুদ্র সেচ জলের ব্যবহার কার্যকরীভাবে উন্নতি করেছে। একটি নির্দিষ্ট ড্যাশ বোর্ডের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক বিষয়টির তদারকি করা হয়। এর পেছনে রয়েছে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম। এতে ঠিক সময়ে কাজের অগ্রগতি এবং বাধার তদারকিতে সহায়তা হয়। এছাড়া ক্ষুদ্র সেচ বৃদ্ধির প্রসার ঘটানো হয়েছে পিডিএমসি-তে।

প্রজেক্ট মনিটরিং গ্রুপ (পিএমজি) পোর্টালের মাধ্যমে প্রজেক্টের বিষয়গুলি তদারক করা হয় যেখানে জমি অধিগ্রহণ, বিধিবদ্ধ ছাড়পত্র ইত্যাদির মতো বিষয় এবং বাধাগুলি নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হয় এবং প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সমাধান করা হয়।

আজ লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন জলশক্তি প্রতিমন্ত্রী শ্রী ভি সোমান্না।

মাতৃ স্বপ্নাদেশে তৈরি হয়েছিল আদ্যাপীঠ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তেরোতম পর্ব)

চক্রিণী জয়দাত্রী চ রণমত্তা রণপ্রিয়া।
দুর্গা জয়ন্তী কালী চ ভদ্রকালী মহোদরি।।
নারসিংহী চ বারাহী সিদ্ধিদাত্রী সুখপ্রদা।
ভয়ঙ্করী মহারৌদ্রী মহাভয় বিনাশিণী।।
ইতি ব্রহ্মযামলে ব্রহ্মনারদ সংবাদে
আদ্যাস্তোত্রম্ সমাপ্তম্ ।।

আদ্যাপীঠের ভোগ

আদ্যাপীঠের ভোগে রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দেবী আদ্যার জন্য সাড়ে ২২ সের চাল রান্না হয়। রাধাকৃষ্ণের জন্য সাড়ে ৩২সের চাল বরাদ্দ রয়েছে এবং রামকৃষ্ণ পরহংসদেবের ভোগ রান্না হয় সাড়ে ১২ সের চালে। সেই ভোগ পঞ্চব্যঞ্জনে নিবেদন করা হয়। এর সঙ্গে থাকে বিশেষ পরমান্ন ভোগ। অন্নদা ঠাকুর নির্দেশ দিয়েছিলেন, বৃহৎ ভোগ মন্দিরে যাবে না। মন্দিরের পাশে ভোগালয়ে তা সাজিয়ে দেওয়া হবে। সেখানেই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

আমরা আমাদের ধর্ম নিয়ে গর্ব করি

সুদীপ চন্দ্র হালদার
সাহিত্যিক ও গবেষক
(শেষ পর্ব)

বিষয়গুলোর সপক্ষে যারা তারাও হিন্দু, যারা বিপক্ষে তারাও হিন্দু। তাই, আপনি/আমি এই বিষয়সমূহ মানি কিংবা না মানি, আমরা সবাই হিন্দু।

জাতিগত বৃহত্তর স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে-

আমি বিষয়গুলো মানি, আমার সুরক্ষা, আমার মান-মর্যাদা রক্ষা, আমার কল্যাণ-মঙ্গলের প্রচেষ্টার দায়িত্ব আপনারও, কারণ, আপনি হিন্দু।

অপরদিকে, আমি বিষয়গুলো মানি না, সেক্ষেত্রেও আমার সুরক্ষা, আমার মান-মর্যাদা রক্ষা, আমার কল্যাণ মঙ্গলের প্রচেষ্টার দায়িত্ব আপনারও, কারণ, আপনি হিন্দু।

তাই, মূল বিষয়, আপনার জাতিভেদ/বর্ণসংক্রান্ত বিষয় সমূহে বিশ্বাস থাকুক কিংবা না থাকুক; যে পদ্ধতিতে আপনি উপাসনা করুন না কেন, সবার আগে আমরা হিন্দু; এই চেতনাবোধ সবার হৃদয়ে ঢুকাতে হবে, ধারণ করতে হবে। তবেই, আমাদের সমন্বয় নিকটবর্তী হবে, আমরা আমাদের হারানো গৌরব ফিরে পেয়ে সমস্ত পৃথিবীতে আমাদের বিজয় নিশান উড়াতে পারব।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সে এক মহা মন্থনের যুগ। একের পর এক দেবতা-দেবী সেই কালসাগরে অতিকায় বুদবুদের মত উত্থিত হচ্ছেন আবার মিলিয়ে যাচ্ছেন, সে সময়টার সঙ্গে পৃথিবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় তুলনীয়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে কেন রাজ্যে আসছেন

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

আর কয়েকমাস পরই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনে ভোটারদের সংঘবদ্ধ করতে বড় ভূমিকা নিয়েছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ(R S S)। বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে তাদের ভূমিকা কী হবে, তা নিয়ে জল্পনা চলছে। এরই মাঝে রাজ্যে আসছেন আরএসএস-র সরকার্যবাহ বা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসবালে। অগস্টের শুরুতেই তিনি রাজ্যে আসছেন।

আরএসএস-এ সঙ্ঘপ্রধান মোহন ভাগবতের পরই সবচেয়ে গুরুত্ব পান সরকার্যবাহ। সেই সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে কেন এখন রাজ্যে আসছেন তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, ২ দিনের সফরে অগস্টের শুরুতে রাজ্যে আসছেন তিনি। তাঁর এই সফরে প্রকাশ্যে কোনও কর্মসূচি নেই। ২ দিনই সাংগঠনিক কর্মসূচি রয়েছে আরএসএস-র এই শীর্ষ নেতার।চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে টানা ১১ দিনের সফরে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন সঙ্ঘপ্রধান মোহন ভাগবত। সেইসয় পূর্ব বর্ধমানে 'একত্রীকরণ সমাবেশ' করেছিলেন। সেই সমাবেশে রাজ্য বিজেপির প্রথম সারির একাধিক নেতা উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন তৎকালীন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সুভাষ সরকার, জগন্নাথ সরকার, জ্যোতির্ময় মাহাতো, অগ্নিমিত্রা পালরাও ছিলেন সেই সমাবেশে। পরে ভাগবতের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছিলেন সুকান্ত। আরএসএস প্রধানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন জ্যোতির্ময়, অগ্নিমিত্রা, জগন্নাথ। তবে তাঁদের মধ্যে কী কথা হয়েছ, তা নিয়ে সেইসময় কেউই মুখ খোলেননি।

(৩ পাতার পর)

ভাঙড়'এ নেমে পড়লেন হুমায়ুন কবির?

কি সেই কাজ শুরু করে দিলেন হুমায়ুন?নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মিহির ঘোষের সঙ্গে ষষ্ঠী ঘোষের বিবাদ দীর্ঘদিনের। এলাকা দখল ছাড়াও পারিবারিক বিবাদও ছিল ২ জনের মধ্যে। বুধবার রাতে ট্রাক্টর ভাড়া দেওয়ার টাকা তুলে বাঁধের রাস্তা ধরে মোটর সাইকেলে চড়ে বাড়ি ফিরছিলেন ষষ্ঠীবাবু। অভিযোগ তখন স্থানীয় আলু গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মৌসুমী ঘোষের স্বামী মিহির ঘোষসহ ৪ থেকে ৫ জন তাঁর রাস্তা আটকায়। এর পর ধারাল অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করা হয় ষষ্ঠীবাবুকে। খবর পেয়ে পরিবারের লোকেরা তাঁকে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ষষ্ঠী ঘোষকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। এই ঘটনায় রাতেই মিহির ঘোষকে গ্রেফতার করেছে ভরতপুর থানার পুলিশ।

ষষ্ঠী ঘোষের পরিবারের দাবি, এর আগেও একাধিকবার ষষ্ঠীবাবুকে খুনের চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি ট্রাক্টর ভাড়া দেওয়ার টাকা আদায় করে ফিরছিলেন। তবে এই খুনে উঠে আসছে পুরনো শত্রুতার তত্ত্ব। স্থানীয়দের দাবি, কয়েক বছর আগে সঞ্জয় ঘোষ নামে এক স্থানীয় কংগ্রেস কর্মী খুনে ষষ্ঠী ঘোষের নাম জড়ায়। সেই খুনের বদলা হিসাবে তাঁকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে।

এই ঘটনায় কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, ষষ্ঠী ঘোষ এলাকার ডাকসাইটে নেতা। উনি সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল, সব দলই করেছেন। তোলাবাজির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে বিবাদের জেরে খুন হয়েছেন বলে মনে হয়।

এই ঘটনায় ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির বলেন, এটা ওদের পারিবারিক বিবাদ। এর মধ্যে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। ষষ্ঠী ঘোষকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। পুলিশ দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফামেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্তা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফামেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফামেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গে বৈঠকের সময়ে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মহামান্য,

এরকম আন্তরিকভাবে স্বাগত জানানোর জন্য আমি অন্তর থেকে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আজ আমরা চেকার্স – এ একটি নতুন ইতিহাস গড়তে চলেছি। ভারত এবং ব্রিটেন একসঙ্গে এক নতুন ইতিহাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে।

মহামান্য,

এক বছরের মধ্যে আমরা তৃতীয়বার দেখা করার সুযোগ পেয়েছি। আমি মনে করি, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ভারত ও ব্রিটেন স্বাভাবিকভাবেই অংশীদার। আজ আমাদের মধ্যে সম্পর্কের এক ঐতিহাসিক দিন। দুই দেশ মিলে ঐতিহ্যবাহী লাভদায়ক এফটিএ এবং ডবল কন্ট্রিবিউশন কনভেনশন সম্পন্ন করতে চলেছে। এই উদ্যোগ ভারত ও ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক মজবুত পথ তৈরি করতে চলেছে। বাণিজ্য ও উদ্যোগ ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় যুক্ত হচ্ছে। আমাদের কৃষক, এমএসএমই, যুবসম্প্রদায়ের জন্য অনেক সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আমি মনে করি। শুধুমাত্র তাই নয়, একবিংশ শতক প্রযুক্তিচালিত শতক। এই পরিস্থিতিতে ভারত ও ব্রিটেনের যুবসম্প্রদায়, দক্ষ হয়ে উঠছে এবং তাঁরা একযোগে নতুন বিশ্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। একবিংশ শতকে প্রযুক্তি নিত্য নতুন উদ্ভাবনের অপেক্ষায় ব্রিটেন ও ভারতের দক্ষ যুবসম্প্রদায় যখন তাঁদের বুদ্ধি, গুণ একত্রিত করে কাজ করবে, তখন বিশ্বের জন্য উন্নয়নের নতুন সুযোগ তৈরি হবে। এতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। আমি মনে করি, "ভিশন ২০৩৫" নিয়ে আমাদের যে সুসংহত কৌশলগত অংশীদারিত্ব রয়েছে, তাতেও নতুন গতি শক্তি সঞ্চার করবে।

মহামান্য,

আমি আরও একবার আন্তরিকভাবে আপনাকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই চমৎকার সূচনায় ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আপনারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আপনাদের অনেক অনেক অভিনন্দন।

(৩ পাতার পর)

বাংলা মেগা সিরিয়ালের অধঃপতন নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী

বলার সময়ে দার্শনিকের মতোই উদাস ছিলেন তিনি।

দীর্ঘদিন ধরেই বাংলার মেগা সিরিয়ালে হিন্দি সংস্কৃতি আমদানির অভিযোগ জানিয়ে চলছেন দর্শকরা। হিন্দি মেগার অনুকরণেই পারিবারিক গল্পে অনবরত ঢালা হচ্ছে ষড়যন্ত্রের বিষ। দর্শকরা যে ষড়যন্ত্রমূলক সিরিয়াল দেখতে পছন্দ করেন না, তা গত কয়েক সপ্তাহের টিআরপি-তে স্পষ্ট। পারিবারিক কূটকাচালিতে ভরা সিরিয়ালকে টেক্কা দিয়ে দর্শকদের মন জয় করে চলেছে 'পরশুরাম'। এদিন 'মহানায়ক শ্রেষ্ঠ সম্মান' অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীও বাংলা সিরিয়ালের দৈন্যতা নিয়ে সরব হন। তাঁর কথায়, 'সারাদিন আমরা কাজে-কর্মে ব্যস্ত থাকি। আমরা কী টেনশন করব। ওটা টেনশনের জিনিস না, রিল্যাক্সেশনের জিনিস। আমি সমস্ত টিভি সিরিয়ালের প্রযোজকদের বলব, দয়া করে খারাপ কিছু শেখাতে যাবেন না। আর সিরিয়াল বাড়াতে হবে বলে রোজ গুন্ডামি দেখাবেন না। ও ওকে গুলি করছে, ও ওকে বন্দুক ধরছে। আমি যখনই দেখি বন্ধ করে দিই। অন্যরা কী করে জানিনা।'

এরপর সিরিয়াল নির্মাতাদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দেন, 'হাসি-খুশি মজা সামাজিক গল্প তৈরি করুন। যে গল্প আমাদের সংস্কৃতিকে ভালবাসে। যে গল্প মানুষের বিবেক জাগ্রত করে। বাংলা সিরিয়ালে বাংলা গান তেমনভাবে ব্যবহার হচ্ছে না। এরা ভাবছেন ধুমধাম দিয়ে দিলেই হয়ে গেল। আরে বাজান না সমস্যা নেই। কিন্তু টলিউডে বাংলা গানটা তো একটু বেশি করে দেবেন। এটা সবাইকেই ভাবতে হবে।'

কলকাতায় ফের ধর্ষণের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- কলকাতায় ফের ধর্ষণের অভিযোগ। জেলবন্দি স্বামীকে জামিন পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ধর্ষণের অভিযোগ। ইতিমধ্যেই পার্কস্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে এক সেনাকর্মীর বিরুদ্ধে। তিনি বর্তমানে অসমে কর্মরত ছিলেন জানা যাচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, দিন কয়েক আগেই পার্কস্ট্রিট থানাতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন নির্যাতিতা

শুধু ধর্ষণ নয়, মহিলার স্বামীর জামিনের নাম করে তাঁর থেকে টাকাও হাতানো হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। অভিযোগপত্রেই মহিলা জানাচ্ছেন, কোনও এক কেসে তাঁর স্বামী অভিযুক্ত হিসাবে বর্তমানে জেলে রয়েছেন। তাঁকেই জামিন পাইয়ে দেওয়ার নাম করে বিভিন্ন সময় ওই মহিলার থেকে টাকা হাতানো থেকে শুরু করে তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়েও গিয়েছিলেন। ধর্ষণ করার কথাও অভিযোগপত্রে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন ওই মহিলা।

অভিযোগ পেতেই অ্যাকশন নেয় পার্কস্ট্রিট থানার পুলিশ। ওয়াটগঞ্জ এলাকা থেকে ওই সেনাকর্মীকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদিন তাঁকে আদালতে তুলে হেফাজতে নিতে চাইছে পুলিশ। আদালতে বেশ কিছুক্ষণ সওয়াল-জবাবও চলে।

২৭ বছর পর গানে ফিরলেন আমির খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ ২৭ বছর পর আবারও গানে ফিরছেন বলিউড তারকা আমির খান। অভিনয়ের পাশাপাশি এবার তিনি গেয়েছেন একটি কমেডি ছবির জন্য দুটি গান, যেটির সুর করেছেন রাম সম্পাথ এবং সংগীত প্রশিক্ষণ দিয়েছেন সুচেতা ভট্টাচার্য।

১৯৯৮ সালে বিক্রম ভাটের 'গুলাম' ছবিতে 'আতি কেয়া খান্ডালা' গানটি গেয়ে আলোচনায় আসেন আমির খান। এবার সেই 'গায়ক আমির' আবারও ধরা দিচ্ছেন বড় পর্দায়। অভিনেতা নিজেই জানিয়েছেন, "আগে প্রস্তুতি ছাড়াই গেয়েছিলাম। এবার গায়ক হওয়ার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিচ্ছি।" আমির বলেন, "এই ছবিটি বাসু চ্যাটার্জি বা হৃষিকেশ মুখার্জি ধাঁচের। এমন ধরনের ছবি এখন আর বানানো হয় না। সেই পুরোনো ঘরানার মেজাজেই তৈরি হচ্ছে এটি।" ছবিটিতে তিনি একটি ক্যামিও চরিত্রেও অভিনয় করেছেন। গানের বিষয়ে অভিনেতা জানান, "আমার গানের প্রশিক্ষক সুচেতা ভট্টাচার্য। ওনাকে নিয়মিত গানের ক্লাস দিচ্ছেন। আমি খুব আশাবাদী শ্রোতারা গানগুলো পছন্দ করবেন।"

আমির আরও বলেন, "আমি লতা মঙ্গেশকরের বিরাট ভক্ত। প্রতিদিন তাঁর গান দিয়েই দিন শুরু করি। ওনার অভাব খুব অনুভব করি। আগে নিয়মিত কথা হতো লতাজির সঙ্গে।" তবে ছবির নাম এখনো চূড়ান্ত হয়নি। গান প্রকাশের পর দর্শক-শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া জানার অপেক্ষায় রয়েছেন এই বলিউড তারকা।

১৩ বছর পরেও ভালোবাসায় ভাসছেন জেনেলিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে 'মি. পারফেকশনিস্ট' খ্যাত আমির খানের নতুন ছবি 'সিতারে জামিন পার'-এর মাধ্যমে ১৩ বছর পর হিন্দি সিনেমায় ফিরেছেন অভিনেত্রী জেনেলিয়া ডি সুজা। আর ফিরেই বাজিমাত করেছেন তিনি। দর্শকদের ভালোবাসা ও প্রশংসায় ভাসছেন এই অভিনেত্রী, যা নিয়ে নিজেও বিস্মিত জেনেলিয়া।

'জানে তু ইয়া জানে না' দিয়ে বলিউডে পরিচিতি পাওয়া জেনেলিয়া বলেন, "গত ১০ বছরে খুব বেশি কাজ করিনি। কেবল কয়েকটি ওটিটি প্রজেক্ট ও বন্ধুদের আহ্বানে গানে কাজ করেছি। ভাবতাম, দর্শক হয়তো আমাকে ভুলে গেছে। তাই

এখন দর্শকের ভালোবাসা পাওয়াটা আমার কাছে বিশাল কিছু।"

ছবিতে জেনেলিয়ার সহ-অভিনেতা আমির খান। জানা গেছে, আমিরই প্রথম চেয়েছিলেন তাকে ছবিতে অভিনয় করাতে। একদিন রীতেশ দেশমুখের সঙ্গে আলাপে আমির জানতে চান, জেনেলিয়া এখনো কাজ করছেন কিনা। ইতিবাচক উত্তর পেয়ে আমির পরিচালক আর এস প্রসন্নের সঙ্গে দেখা করতে বলেন জেনেলিয়াকে। তিনি অডিশন দেন এবং পেয়ে যান গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রটি।

জেনেলিয়া বলেন, "হ্যাঁ, ২০ বছর পর অডিশন দেওয়া অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু আমার এতে কোনো আপত্তি নেই। বরং আমি দারুণ উৎসাহিত ছিলাম।"

তিনি আরও বলেন, "আমি এই ছবির সাফল্য চেয়েছিলাম ওদের জন্য— যারা বিশেষভাবে সক্ষম। ছবিটি যেভাবে দর্শকের হৃদয় ছুঁয়েছে, তাতেই আমি আনন্দিত। ভালো কাজ করলে মানুষ সেটি গ্রহণ করে— এই বিশ্বাস আমার আগেও ছিল, এখন আরও দৃঢ় হলো।"

প্রথম ছবিতেই নজর কাড়লেন শানায়া কাপুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে নিজের যাত্রা শুরু করেই আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছেন নবাগত অভিনেত্রী শানায়া কাপুর। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'আঁখোঁ কী গুস্তাখিয়া'-তে নিজের অভিনয় ও উপস্থিতি দিয়ে দর্শকের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছেন তিনি।

স্টারকিডদের তালিকায় নতুন সংযোজন শানায়া কাপুর, জনপ্রিয় বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় কাপুরের কন্যা। তবে শুধুই পরিচিতি নয়, অভিনয়, ফ্যাশন সেন্স ও গ্ল্যামারের দিক থেকেও ইতিমধ্যে বলিউডে নিজের জায়গা পাকা করতে শুরু করেছেন এই উঠতি তারকা।

পর্দায় অভিষেকের আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছেন শানায়া। তার সাম্প্রতিক ফটোশ্যুট ও স্টাইল স্টেটমেন্ট অনুরাগীদের হৃদয় জয় করেছে। আর এখন বলিউডে পা রেখেই নিজের যোগ্যতা প্রমাণে নেমে পড়েছেন তিনি।

'আঁখোঁ কী গুস্তাখিয়া' ছবিতে শানায়ার বিপরীতে অভিনয় করেছেন বিক্রান্ত ম্যাসি। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সন্তোষ সিং, কাহিনি লিখেছেন মানসী বাগলা। প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছে জি স্টুডিওস ও মিনি ফিল্মস।

শানায়া কাপুর বেড়ে উঠেছেন একেবারে ফিল্মি পরিবেশে, পরিবারে বেশিরভাগ সদস্যই যুক্ত অভিনয় জগতে। তবে তিনি চান স্টারকিড নয়, নিজের প্রতিভা দিয়েই বলিউডে নিজস্ব পরিচয় গড়তে। আত্মবিশ্বাস, কঠোর শরীরচর্চা আর নিজেকে শানিয়ে নিয়েই এগিয়ে যেতে চান তিনি।

যেন যুদ্ধের ময়দানে, চোট নিয়েই স্মরণীয় ইনিংস ঋষভ পন্থের; ভারতের ৩৫৮

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৩৫৮ রান ভারতের। গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেন ঋষভ পন্থ। গুরুতর চোট নিয়ে ব্যাটিংয়ে নেমে পড়লেন। ম্যাঞ্চেস্টারের গ্যালারি দাঁড়িয়ে স্বাগত জানায় তাঁকে। ম্যাচের প্রথম দিন ২৬৪ রান তুলেছিল ভারত। এর মধ্যে চিন্তা ছিল পন্থের চোট। ৩৭ রান করে মাঠ ছেড়েছিলেন। স্ক্যানের পর ধরা পড়ে পায়ে ফ্যাকচার রয়েছে। সিরিজ থেকে ছিটকে যাওয়ার কথা সংবাদসংস্থাকে বলেন বোর্ডের কর্তাই। কিন্তু দ্বিতীয় দিন ভারতের ব্যাটিং শুরু হওয়ার পর দেখা যায় পন্থ ড্রেসিংরুমে শ্যাডো

করছেন। বোর্ডের তরফে সরকারি ভাবে মেডিক্যাল আপডেটে জানানো হয়। বলা হয়, প্রয়োজনে ব্যাট হাতে নামবেন। প্রয়োজনটাও হল দ্রুতই।

দিনের প্রথম ঘণ্টায় রবীন্দ্র জাডেজার উইকেট হারিয়েছিল ভারত। দুর্দান্ত খেলছিলেন শার্দূল ঠাকুর। একটি ড্রাইভ করতে গিয়ে গালিতে ক্যাচ। এরপরই সেই অভিনব চিত্র। পন্থকে নানা রূপেই দেখা যায়। স্টাম্প মাইকে মজা, লিডসে সেঞ্চুরির পর ফ্লিপ সেলিব্রেশন, লর্ডসে হাতে চোট নিয়ে ব্যাটিং এবং চোখ ধাঁধানো শট। এ বার দেখা গেল যেন যোদ্ধা ঋষভ পন্থ। ড্রেসিংরুমের সিড়ি দিয়ে সন্তর্পনে মাঠের দিকে। ঠিকমতো হাঁটতেই পারছেন না। ব্যাট হাতে নেমে পড়েন। খুচরো রান নিতে প্রবল সমস্যায় পড়েন। তাতেও দমেননি। শিশুরা যেভাবে দৌড়য়, রান নিতে সেভাবেই দৌড়লেন। চোট, ব্যথা সবটাই চোখে মুখে বোঝা যাচ্ছিল। গত কাল ৩৭ রানে মাঠ ছেড়েছিলেন। এ দিন আরও ১৭টা রান যোগ করেন। ৫৪ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস। ওয়াশিংটন ও পন্থ জুটির সৌজন্যে ৩৫০ প্লাস স্কোর ভারতের। সিরিজে ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে ভারতীয় দল। এই ম্যাচ জেতা কতটা জরুরি, বলার অপেক্ষা রাখে না। এ বার ভরসা বোলিং বিভাগ।

ফুটবলারদের জয়, ফিফার কাছ থেকে মিলল বিশ্রামের নিশ্চয়তা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টানা খেলার ক্লান্তি, ঘন ঘন ভ্রমণ আর চাপা ক্ষোভ, সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাপ্যটা আদায় করে নিলেন ফুটবলাররা। অবশেষে বাধ্যতামূলক বিশ্রামের ব্যাপারে সম্মত হলো ফিফা। ব্যস্ত আন্তর্জাতিক ও ক্লাব সূচিতে হাঁপিয়ে ওঠা ফুটবলারদের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরেই দাবি উঠছিল নির্দিষ্ট বিশ্রামের। প্রথমে আবেদন, পরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে মামলা, সবকিছুর পর শনিবার নিউইয়র্কে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর সঙ্গে বৈঠকে বসে খেলোয়াড় সংগঠনগুলোর সিনিয়র প্রতিনিধিরা। সেখানেই ফুটবলারদের দাবির প্রতি সম্মতি জানায় বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

সভা শেষে বৈঠকের কথা তুলে ধরে বিবৃতিতে বলা হয়, 'সভায় খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত (পুরুষ ও নারী উভয়) মূল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কারণ, এটি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পেশাগত ঝুঁকি প্রতিরোধ কাঠামোর অংশ।'

ফিফার সঙ্গে হওয়া সমঝোতা অনুযায়ী, এখন থেকে দুই ম্যাচের মাঝে কমপক্ষে ৭২ ঘণ্টার বিশ্রাম পাবেন খেলোয়াড়রা। প্রতিটি মৌসুম শেষে নুন্যতম ২১ দিনের ছুটি থাকবে তাদের জন্য। সপ্তাহে অন্তত একদিন বাধ্যতামূলক বিশ্রাম দিতে হবে ক্লাব ও দেশকে। খেলোয়াড়দের আন্তঃমহাদেশীয় ভ্রমণ ও জলবায়ু প্রভাব বিবেচনায় তৈরি হবে নতুন আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডার।

২০২৪ সালের জুনে অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ ও ইউরোপের শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে ফিফার বিরুদ্ধে মামলা করেছিল বিশ্ব ফুটবল খেলোয়াড় সংগঠন এফআইএফপিআরও, ইংল্যান্ডের পিএফএ ও ফ্রান্সের ইউনিএফপি। আদালত পর্যন্ত গড়ানো সেই দাবি এবার সফল হলো আলোচনার মাধ্যমেই।

ইংল্যান্ড সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন পন্থ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান টেস্ট সিরিজের শেষ দুই ম্যাচে হয়তো আর দেখা যাবে না ঋষভ পন্থকে। পায়ের বুড়ো আঙুলে গুরুতর চোট পেয়েছেন ভারতের উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান।

স্ক্যান রিপোর্টে ধরা পড়েছে হাড়ে চিড়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অন্তত ছয় সপ্তাহ বিশ্রামে থাকতে হবে তাকে। ফলে সিরিজের চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টে তার না খেলা একপ্রকার নিশ্চিত।

বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, পন্থের চোট গুরুতর হলেও একান্ত প্রয়োজন হলে ব্যথানাশক দিয়ে অন্তত ব্যাট করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে সেটিও অনিশ্চিত। বর্তমানে পন্থ নিজে হাঁটাচলা করতে পারছেন না, অন্যের কাঁধে ভর নিয়ে চলাফেরা করছেন। এক সূত্র 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-কে বলেছেন, 'চিকিৎসকরা ব্যথার

ওষুধ দিয়ে ওকে ব্যাট করানোর চেষ্টা করছেন, তবে সম্ভাবনা ক্ষীণ।'

ম্যানচেস্টার টেস্টের প্রথম দিনে ইনিংসের ৭৮তম ওভারে ক্রিস ওকসের এক ইয়র্কার বল পন্থ সুইপ করতে গিয়ে ব্যাটে লাগিয়ে নিজের ডান পায়ের গোড়ালির নিচে মারেন। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন। মাঠেই কয়েক মিনিট পড়ে থাকার পর স্ট্রেচারে করে সরিয়ে নেওয়া হয়। তখন তার পায়ে ফুলে যাওয়া ও রক্তপাত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR